SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

অসংগঠিত বিড়ি শিল্পে নিযুক্ত নারীদের জন্য 'ক্ষমতায়ন' ধারণার প্রাসঙ্গিকতা : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া ব্লকের নির্বাচিত গ্রামভিত্তিক একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

Smt. Priyanka Gupta
Assistant Professor
Dept. of Sociology
Khejuri College
Purba Medinipur, West Bengal, India
Email: priyanka199269@gmail.com

Abstract: উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষে কৃষি ও বস্ত্রশিল্পের পরেই বিড়ি শিল্প একটি অন্যতম বৃহত্তম অসংগঠিত খাত হিসেবে চিহ্নিত। Economic Survey ২০০৭ -০৮ –এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৭৫ লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত, যার মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিড়ি বাঁধার কাজকে প্রথাগতভাবে "নারীর কাজ"হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, মালিকানা, ঠিকাদারি ও বিপণন ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীনে। ফলত, এই পুরুষ-প্রধান শিল্পে নারীরা নিয়মিতভাবে বঞ্চনা, বৈষম্য ও হয়রানির বহুবিধ রূপের সম্মুখীন হন। অতএব, নারী বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন এবং পারিবারিক পরিসরে তাঁদের অবস্থান সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বর্তমান অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিলো, এই শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতার ব্যাপকতা নিরূপণ করা এবং তাঁদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা আছে কি না তা বিশ্লেষণ করা। এ জন্য দুটি প্রধান মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে, তা হল- নারী বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতার প্রাদুর্ভাব এবং তাঁদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা। গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান যে, নারী বিড়ি শ্রমিকদের পারিবারিক অবস্থান মোটেও সন্তোষজনক নয়। অধ্যয়নভূক্ত মোট ৪০ জন উত্তরদাতার মধ্যে উল্লিখিত দুটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখাগেছে যথাক্রমে ১৯ জন বিভিন্ন কারণে গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার এবং ৩৭ জন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিবাহ, সন্তানের শিক্ষা ও তাঁদের বিবাহ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। সুতরাং, নারী শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বাস্তব রূপায়ণের জন্য শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, পারিবারিক ও সামাজিক সহায়তা এবং আইনি ও নীতিগত সুরক্ষা অপরিহার্য।

Keywords: অসংগঠিত খাত, বিড়ি শিল্প, নারী শ্রমিক, ক্ষমতায়ন, গার্হস্থ্য সহিংসতা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সামাজিক কাঠামো।

১. ভূমিকা

নারীর ক্ষমতায়ন সমসাময়িক সমাজতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। পাশ্চাত্য সমাজে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে যাত্রার সূচনা, তার বিস্তার আজ বৈশ্বিক পরিসরে ঘটেছে। নারীরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সাফল্য অর্জন করেছে। তবুও ভারতীয় সমাজের সার্বিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নারীর অবস্থান এখনও কাঙ্ক্ষিত

পর্যায়ে পৌঁছায়নি। গত কয়েক দশকে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, মৌলিক অধিকারের বঞ্চনা, মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার নানা রূপ বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। সহিংসতা কেবল নারীর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার জন্য হুমকি নয়, বরং তা তার সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশেষ করে প্রান্তিক শ্রেণি ও আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল নারীরা বহুমুখী শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়, যেখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এই বৈষম্যকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

১.১ ভারতে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিক

'প্রান্তিক নারী' শব্দটি সাধারণত সেই সকল নারীদের বোঝায়, যারা নিম্ন আয়ের পরিবার বা পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং জীবিকার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল অথবা আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রম প্রদান করে। ভারতের অনানুষ্ঠানিক খাতকে মূলত ক্ষুদ্র উৎপাদন ও পরিষেবা নির্ভর ইউনিট হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো অল্প পুঁজিতে আয় সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। এই খাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গৃহভিত্তিক বিড়ি শ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, পথবিক্রেতা, নির্মাণশ্রমিক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র পরিষেবা প্রদানকারীরা। সংগঠিত খাত থেকে নারীর বহিষ্কার, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং নিম্নমানের দক্ষতার কারণে নারীরা ব্যাপকভাবে এই অনানুষ্ঠানিক খাতে প্রবেশ করেছে। এখানে শ্রমের চরিত্র হলো—গৃহভিত্তিক উৎপাদন, ক্ষুদ্রশিল্পে অংশগ্রহণ, অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক শ্রম এবং বিনা পারিশ্রমিকের পারিবারিক শ্রম।এই খাতে নিয়োজিত নারীরা কেবল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নয়, বরং সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনি সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বঞ্চিত। ফলে, তাদের ক্ষমতায়নের ধারণা কেবল আর্থিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো এই প্রান্তিক নারীদের বঞ্চনার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রেক্ষাপটে 'ক্ষমতায়ন' ধারণার প্রযোজ্যতা পর্যালোচনা করা।

১.২ গৃহভিত্তিক বিড়ি বাঁধার কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবী নারী

ভারতে বিড়ি শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক খাত, যা আজও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে সিগারেটের তুলনায় সস্তা বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। বিশেষত সমাজের নিম্ন আয়ের স্তরের মানুষদের মধ্যে বিড়ি এখনও একটি সুলভ নেশা ও বহুল ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্য। এই শিল্পে নারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁদের শ্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদৃশ্য থেকে যায়। কারণ, নারীরা সচরাচর কারখানায় সরাসরি যুক্ত না থেকে ঘরে বসেই বিড়ি রোলিংয়ের কাজ সম্পাদন করেন এবং সাধারণত স্থানীয় মহাজন বা ঠিকাদারের মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিকভাবে এই কাজে নিয়োজিত থাকেন। গৃহস্থালির দায়িত্ব পালনের পর অবশিষ্ট সময়ে এই নারীরা বিড়ি বাঁধেন, ফলে তাঁদের শ্রম দিন-রাতের অবসরে অব্যাহত থাকে। তবুও এই কঠোর শ্রম তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে না; বরং তাঁদের অবহেলিত ও প্রান্তিক অবস্থানকে স্থায়ী করে। বর্তমান গবেষণায় তাই নারীদের অর্থনৈতিক অবদান সত্ত্বেও তাঁদের বঞ্চনা ও প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়াকে সমাজতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে, নারী বিড়ি শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. অধ্যয়নের ক্ষেত্র

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনবহুল জেলা। এই জেলায় মোট ২২টি ব্লক বিদ্যমান, যার মধ্যে হারোয়া ব্লক জনসংখ্যার ভিত্তিতে দশম স্থানে অবস্থিত। হারোয়া ব্লকের অধীনে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে—বাকজুরি, হারোয়া, শালিপুর, গোপালপুর, খাসবালান্ডা, সোনাপুকুর-শঙ্করপুর, গোপালপুর এবং কুলটি। এর মধ্যে সোনাপুকুর-শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত মোট ২১টি গ্রাম রয়েছে, যার মধ্যে নারায়ণপুর, সোনাপুকুর, বালতিয়া, পূর্বপাড়া, শঙ্করপুর ও কুলটি গ্রামে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি মালিকানাধীন বিড়ি কারখানা পরিচালিত হয়। এর মধ্যে থেকে তিনটি গ্রাম—নারায়ণপুর (বুথ নং ৪১ ও ৪২), পূর্বপাড়া (বুথ নং ৪৪ ও ৪৬), এবং বালতিয়া (বুথ নং ৫৩)—বর্তমান গবেষণার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত হয়েছে। এই গ্রামগুলিতে বিড়ি শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিদ্যমান, যা গবেষণাকে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩. বর্তমান অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য তিনটি প্রধান প্রশ্নের অনুসন্ধানে কেন্দ্রীভূত—

- প্রথমত, গৃহভিত্তিক বিড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত নারীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নের মাত্রা বিশ্লেষণ করা।
- দ্বিতীয়ত, এই নারী বিড়ি শ্রমিকদের জীবনে পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপকতা এবং তার বহুমাত্রিক প্রভাব নিরীক্ষণ করা।
- তৃতীয়ত, পারিবারিক কাঠামোর ভেতরে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মজীবী নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রভাব অন্বেষণ করা।

এই তিনটি উদ্দেশ্য পরস্পর সম্পর্কিত; নারীর ক্ষমতায়নকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ দ্বারা নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক সহিংসতা থেকে মুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্বের আলোকে বিচার করা হয়েছে।

৪. উপকরণ ও পদ্ধতি

এই গবেষণাটি একটি প্রাথমিক তথ্যভিত্তিক ক্ষেত্র সমীক্ষার (field survey) উপর প্রতিষ্ঠিত। তথ্য সংগ্রহের জন্য গৃহীত পদ্ধতি ছিল মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (face-to-face interview), যার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি সাক্ষাৎকার অনুসূচী (interview schedule) ব্যবহার করা হয়েছিল। নির্বাচিত গবেষণা অঞ্চলের মোট ৪০ জন মহিলা বিড়ি শ্রমিককে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সারণী, শতাংশ গণনা এবং চিত্রিত উপস্থাপনার কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে তুলনামূলক আকারে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

৫. তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া

বর্তমান অধ্যয়নের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন ছিল: "গৃহভিত্তিক বিড়ি শ্রমিক নারীরা, যারা পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন, তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান কতটা মর্যাদাপূর্ণ?" এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের লক্ষ্যে নারীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের সময় নারী শ্রমিকদের তাদের

পারিবারিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও ধারণা প্রকাশ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি (প্যারামিটার) গৃহীত হয়েছিল— ক. পারিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা : পরিবার-পরিসরে নারীরা যে সহিংসতার শিকার হন, তা তাঁদের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত এবং খ. পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা : পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণের মাত্রা ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই দুটি মাত্রার সমন্বিত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ক্ষমতায়নের মাপকাঠি শুধু অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক সম্মান, নিরাপত্তা ও পারিবারিক কর্তৃত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

৬. তথ্য বিশ্লেষণ

উপরোক্ত পরামিতিসমূহের সাহায্যে গৃহভিত্তিক বিড়ি শ্রমে নিযুক্ত নারীদের পারিবারিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়গুলি নিম্নে উপস্থাপিত হল—

৬.১. মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে পারিবারিক সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত ঘটনার প্রাদুর্ভাব

গবেষণার অংশ হিসেবে নারী শ্রমিকদের কাছে একটি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল— "আপনি কি কখনও পারিবারিক সদস্য অথবা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন?" উত্তর প্রদানের বিকল্প ছিল হ্যাঁ/না/উত্তর দিতে অক্ষম। উক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতেই পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৪০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৯ জন নারী শ্রমিক স্বীকার করেছেন যে তারা জীবনের কোনও না কোনও সময়ে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অপরদিকে, ১৮ জন উত্তরদাতা জানান যে তারা কখনও কোনও ধরনের নির্যাতনের শিকার হননি এবং বাকি ৩ জন এ বিষয়ে উত্তর দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন (বৃত্তচিত্র নং-১)। উল্লেখযোগ্য যে, সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪৭% নারী শ্রমিক তাদের পারিবারিক বা শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে সহিংসতার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের নির্যাতনের রূপ ভিন্নতর—কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক, আবার কিছু ক্ষেত্রে মৌখিক ও মানসিক নির্যাতন। পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সহিংসতার শিকার হওয়া ১৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১২ জন (৬৩.১৫%) মতামত দিয়েছেন যে তারা শারীরিকভাবে আক্রান্ত না হলেও মৌখিক ও মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন।

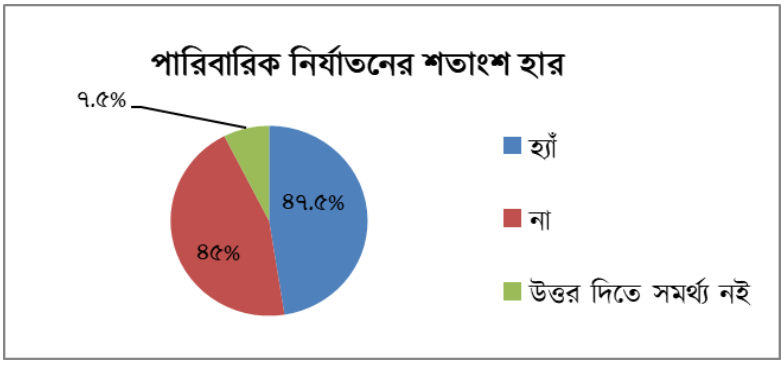

বৃত্তচিত্র – ১ পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়া নারী বিড়ি শ্রমিকের শতাংশ হার

জাতিসংঘের (U.N) সংজ্ঞা অনুযায়ী, "পারিবারিক সহিংসতা বলতে পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর প্রতি সংঘটিত শারীরিক, যৌন এবং মানসিক নির্যাতনকে বোঝায়।" এই সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে উক্ত ১৯ জন উত্তরদাতা-ই তাঁদের পারিবারিক পরিবেশে পারিবারিক সহিংসতার শিকার।

ধর্ম পরিচয় ও বৈবাহিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে নির্যাতিতা নারী বিড়ি শ্রমিকদের বিন্যাস				
ধর্ম পরিচয়	বৈবাহিক পদমর্যাদা			মোট পরিসংখ্যান (f) শতাংশ(%)
	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা	
হিন্দু তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত নারী	* (০.০%)	৩ (৪২.৮৫%)	৪ (৫৭.১৫%)	৭ (১০০%)
মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত নারী	১ (৮.৩৪%)	৯ (৭৫%)	২ (১৬.৬৬%)	১২ (১০০%)
মোট পরিসংখ্যান(f) শতাংশ(%)	১ (৫.২৬%)	১২ (৬৩.১৬%)	৬ (৩১.৫৮%)	মোট ১৯জন (১০০%)

সারণী নং – ১ ধর্ম পরিচয় ও বৈবাহিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে নির্যাতিতা নারী বিড়ি শ্রমিকদের বিন্যাস

ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের মধ্যে নির্যাতনের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। মোট ১৯ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে ১২ জন ছিলেন মুসলিম ওবিসি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, আর অবশিষ্ট ৭ জন ছিলেন হিন্দু তফশিলভুক্ত জাতির নারী শ্রমিক। মুসলিম নারীদের মধ্যে ১ জন অবিবাহিতা, ২ জন বিধবা এবং ৯ জন বিবাহিত। অপরদিকে, হিন্দু ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন বিধবা এবং ৩ জন বিবাহিত (সারণী নং–১)। এই সহিংসতার কারণসমূহ এবং সহিংসতা সংঘটনকারীর ভূমিকা পরবর্তী অংশে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

৬.১.১ সহিংসতার প্রধান কারণসমূহ ও অপরাধীদের ভূমিকা

মহিলা শ্রমিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় দেখা গেছে যে, গৃহস্থালির সহিংসতার ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের (Role of In-Laws) ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১২ জন বিবাহিত নারীর মধ্যে ৮ জন জানিয়েছেন যে তারা শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন এবং বাকি ৪ জন স্বামীর দ্বারা, যদিও তারা বলেছেন যে স্বামীর নির্যাতন নিয়মিত ছিল না। ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে অধিকাংশ নারীই স্বীকার করেছেন যে তাদের প্রতি নির্যাতনের মূল উৎস হচ্ছে শাশুড়ি। বলা যায়, শ্বশুরবাড়ির এই ধরনের ভূমিকা 'পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ'—এরই প্রতিফলন। যদিও শাশুড়িও একজন নারী,

তথাপি তিনি পুত্রবধূর সাথে প্রতিযোগিতামূলক ও বৈরী সম্পর্ক তৈরি করেন। পারিবারিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে তিনি বধূকে নির্যাতন করেন এবং তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কল্পনা করেন।

এই অধ্যয়নে দেখা গেছে, বিবাহিত নারী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে—কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া, দরিদ্র পরিবারের কন্যা হওয়া, বিয়ের সময় যৌতুক প্রদান করতে অক্ষমতা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীর হাতে নির্যাতিত ৪ জন নারীর মধ্যে ৩ জন জানিয়েছেন যে এর পেছনে মূলত শাশুড়ি বা শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের প্ররোচনা কাজ করেছে, এবং কেবল একজন জানিয়েছেন যে মদ্যপ স্বামীর কারণে তিনি নির্যাতিত হয়েছেন।

ফলে বলা যায়, বিবাহিত ও বিধবা নারী বিড়ি শ্রমিকদের প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের (বিশেষত শাশুড়ি) ভূমিকা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে এক নারী অন্য নারীকে শোষণ ও নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তারা প্রকৃত অর্থেই পরিবারের মধ্যে 'পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি' (Patriarchal Agent) হিসেবে কাজ করেন। এভাবে তারা পারিবারিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রাখার স্বার্থে বধূকে দমন করেন এবং লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গ শোষণকে টিকিয়ে রাখেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নারীকে পিতৃতান্ত্রিক এজেন্টে পরিণত হওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো সামাজিকীকরণ। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের শেখানো হয় যে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বা কর্মের অধিকার নেই; তাদের মূল কর্তব্য হলো পুরুষ কর্তৃত্ব মেনে চলা। ধীরে ধীরে ছোট্ট একটি মেয়ে বড় হয়ে এমন এক নারীতে পরিণত হয়, যে সমাজ যেমন চায়, তেমনভাবেই আচরণ করে। এই সামাজিকীকরণই তাকে শাশুড়ি বা পরিবারের অন্য নারী সদস্য হিসেবে নতুন প্রজন্মের নারীকে দমন করার শিক্ষা দেয়।

নারীবাদী দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর 'The Second Sex' (১৯৪৯) গ্রন্থে বলেছেন—"নারী জন্মগতভাবে নারী নয়, বরং সমাজ তাকে নারী করে তোলে।" অর্থাৎ নারীকে নারীত্ব এবং পুরুষকে পুরুষত্ব শেখানো হয় কৃত্রিম সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পিতৃতন্ত্র সামাজিকীকরণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, কারণ এর ফলে নারীরা কেবল নারীত্ব মেনে নেয় না, বরং অভ্যন্তরীণভাবে সেই বিশ্বাসগুলোকে নিজেদের স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। তারা মনে করে যে তাদের ক্ষমতার একমাত্র ক্ষেত্র হলো গৃহের চার দেয়াল, আর তাদের তৃপ্তি আসে নির্যাতন বা শোষণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। ফলে নারীরা অন্য নারীকেও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভেবে নির্যাতন ও শোষণের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

এই প্রেক্ষাপটে, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের ধারণাকে আংশিকভাবে সমালোচনা করা যায়। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মনে করে নারীরা শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে শোষিত হয়; অন্য কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে নয়। নারীর সমস্ত নিপীড়নই তাদের লিঙ্গ-পরিচয়ের কারণে, আর এই শোষণের মূল উৎস হলো পিতৃতন্ত্র। তাই এই মতবাদ বিশ্বব্যাপী নারীদের মধ্যে 'গ্লোবাল সিস্টারহুড' গড়ে তোলার কথা বলে, যাতে তারা সমান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু বর্তমান অধ্যয়নেরর তথ্য বলছে, নারীরা নিজেরাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তাই সব নারীর মধ্যে অভিন্ন মানসিকতা ও চেতনা গড়ে

ওঠে না, বরং তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে 'গ্লোবাল সিস্টারহুড' গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

৬.২. পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা বলতে বোঝানো হয় নারীর মতামত পরিবারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে — যেমন সন্তান জন্মদান, সন্তানের শিক্ষা, বিবাহ বা অন্য কোনো গুরুতর পারিবারিক প্রশ্নে — কতটা গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হচ্ছে। বর্তমান গবেষণায় এই বিষয়ে উত্তর আহরণের জন্য শ্রমজীবী মহিলাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে, "পরিবারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়?"

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাত্রী জানিয়েছেন যে, পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বামী বা অন্যান্য পুরুষ সদস্যরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ধরে রেখেছেন। যদিও কিছু উত্তরদাত্রী উল্লেখ করেছেন যে স্বামী, পিতা বা পুত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার কথাকে শেষ কথা হিসাবে ধরা হয়?				
সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা	বৈবাহিক পদমর্যাদা			মোট পরিসংখ্যান(f) শতাংশ(%)
	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা	
আমি নিজে	১ (২.৫%)	২ (৫%)	* (০.০%)	৩ (৭.৫%)
স্বামী	* (০.০%)	২৮ (৭০%)	* (০.০%)	২৮ (৭০%)
পিতা	১ (২.৫%)	* (০.০%%)	* (০.০%)	১ (২.৫)
ছেলে	* (০.০%)	* (০.০%)	৪ (১০%)	৪ (১০%)
অন্যান্য	* (০.০%)	২ (২.৫%)	২ (২.৫%)	৪ (১০%)
মোট পরিসংখ্যান(f) শতাংশ(%)	২ (৫%)	৩২ (৮০%)	৬ (১৫%)	মোট ৪০ জন (১০০%)

সারণী নং - ২ : পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী বিড়ি শ্রমিকদের ভূমিকা

মোট ৪০ জন উত্তরদাত্রীর মধ্যে মাত্র ৩ জন মহিলা শ্রমিক বলেছেন যে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এদের মধ্যে ১ জন অবিবাহিতা এবং ২ জন বিবাহিতা। অবশিষ্ট ৩৭ জনের মধ্যে ২৮ জনের বক্তব্য, পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বামীরাই সমস্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাকি ৯ জনের মধ্যে, ১ জনের ক্ষেত্রে পিতা, ৪ জনের ক্ষেত্রে পুত্র এবং অপর ৪ জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন (সারণী নং – ২)।

এ তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, অধ্যয়নাধীন নারী শ্রমিকদের প্রায় সম্পূর্ণ অংশেরই পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো বাস্তব ভূমিকা নেই। মাত্র ৭.৫ শতাংশ নারী তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজস্ব মতামতকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, বাকি ৯২.৫ শতাংশ উত্তরদাত্রী পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায় কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেন না।

৭. সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

গবেষণার উপাত্ত সমাজতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নারী বিড়ি শ্রমিকদের পারিবারিক অবস্থান পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে পরিবার একটি অর্থনৈতিক একক হলেও এর ভেতরে লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার ভারসাম্য পুরুষের দিকে ঝুঁকে থাকে, যেখানে নারীকে "গৃহস্থালির দাসী"রূপে স্থান দেওয়া হয়। বর্তমান ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায়, নারী শ্রমিকরা আংশিক আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও তাঁদের পারিবারিক ভূমিকা এখনো এঙ্গেলসের উল্লিখিত ধারণার সঙ্গেই সাদৃশ্যপূর্ণ—অর্থাৎ পুরুষকেন্দ্রিক আধিপত্যের বাইরে তাঁরা যেতে পারছেন না।

একই সঙ্গে, পিয়ের বোর্দিউ-এর "symbolic violence" বা প্রতীকী সহিংসতার ধারণা এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বোর্দিউ দেখিয়েছেন, সমাজের সাংস্কৃতিক রীতি, বিশ্বাস ও প্রতীকী কাঠামো এমনভাবে বিন্যস্ত যে তা নারীকে অধীনস্থ অবস্থায় থাকার জন্য 'স্বাভাবিক' ও 'স্বতঃসিদ্ধ' করে তোলে। ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, অনেক উত্তরদাত্রী পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেদের মতামতকে স্বতঃসিদ্ধভাবে গৌণ বলে মেনে নিয়েছেন, যেন এটি সামাজিক নিয়ম। এর মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক প্রতীকী সহিংসতা সমাজে ধারাবাহিকভাবে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে।

তাছাড়া, এই উপাত্তকে নারীবাদী সমাজতত্ত্বের আলোকে ব্যখ্যা করলে স্পষ্ট হয় যে অর্থনৈতিক অবদান সত্ত্বেও নারীরা সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে "double burden" বা দ্বৈত বোঝা বহন করছেন—একদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করছেন, অন্যদিকে ঘরোয়া পরিসরে অধীনতা, সহিংসতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এই দ্বৈত বোঝা নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

এই সকল শ্রমজীবী নারীদের পরিস্থিতি বোঝার জন্য ইন্টারসেকশনালিটি (Intersectionality) একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো। তাত্ত্বিক কিম্বার্লে ক্রেনশ (Kimberlé Crenshaw) এই ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন, যেখানে বলা হয় যে নারীরা একাধিক সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়—যেমন লিঙ্গ, শ্রেণি, জাত, ধর্ম, বা জাতিগত পরিচয়। এককভাবে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য তাদের বঞ্চনা ব্যখ্যা করতে পারে না;

বরং একাধিক পরিচয় মিলেমিশে বৈষম্যের চাপ বাড়ায়।

ভারতে নারী বিড়ি শ্রমিকরা একদিকে নারী বলে পিতৃতান্ত্রিক শোষণের শিকার, অন্যদিকে দারিদ্র্যপীড়িত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, অনেকক্ষেত্রে নিম্নজাত বা প্রান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে তাদের বঞ্চনা বহুমাত্রিক। মজুরি বৈষম্য, শিক্ষার অপ্রাপ্যতা, স্বাস্থ্যসেবার অনুপস্থিতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বঞ্চনা—সব মিলিয়ে তারা কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক উভয় প্রকার সহিংসতার শিকার হয়।

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, নারী বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, শ্রেণি ও জাতিগত বৈষম্য নিরসন, এবং লিঙ্গভিত্তিক সমতার নিশ্চয়তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

অতএব, গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে নারী বিড়ি শ্রমিকদের পারিবারিক মর্যাদা বোঝার ক্ষেত্রে কেবল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়; বরং এটিকে একটি সমন্বিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর ভেতরে দেখতে হবে, যেখানে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য, প্রতীকী সহিংসতা এবং সাংস্কৃতিক বৈধতা নারীর অবস্থানকে নির্ধারণ করে।

৮. উপসংহার

ভারতের অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা সমাজতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করলে আরও স্পষ্ট হয় যে তাদের প্রান্তিকতা কেবল দারিদ্র্যের ফল নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত। Intersectionality-এর দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন দেখা যায়, শ্রেণি, জাত, লিঙ্গ ও শিক্ষা—এই সবকটির মিলিত প্রভাব নারী শ্রমিকদের জীবনকে জটিল বৈষম্যের জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। টি. এইচ. মার্শালের 'নাগরিক অধিকার তত্ত্ব' অনুযায়ী, নাগরিকত্বের তিনটি স্তম্ভ হলো—সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনানুষ্ঠানিক খাতের নারীরা অর্থনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করলেও রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত। ফলে তাদের নাগরিকত্ব অসম্পূর্ণ রয়ে যাচ্ছে। পিয়ের বোর্দিউ -এর সামাজিক পুঁজি ও সাংস্কৃতিক পুঁজির ধারণা এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই নারীরা আর্থিক মূলধন বা সাংস্কৃতিক পুঁজি (শিক্ষা, দক্ষতা, সামাজিক সংযোগ) অর্জন করতে না পারায় তাদের কর্মসংস্থান অনিশ্চিত, আর সামাজিক পুঁজি সীমিত থাকায় তারা ক্ষমতার কাঠামোতে প্রবেশ করতে পারছে না। এর ফলে, তাদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া কেবল অর্থনৈতিক আয়ে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এবং সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে, মিশেল ফুকোর ক্ষমতা-জ্ঞান তত্ত্ব আমাদের দেখায় যে জ্ঞান ও তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোই ক্ষমতার পুনরুৎপাদন ঘটায়। অনানুষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার বঞ্চনা এবং আইনগত জ্ঞানের অভাব তাদের পিতৃতান্ত্রিক শোষণের কাঠামোর কাছে আরও দুর্বল করে তুলছে। অর্থাৎ, জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করাই তাদের ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার একটি কৌশল।

ফলে স্পষ্ট হয়, নারীর ক্ষমতায়নকে কার্যকর করতে হলে কেবল অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান নয়, বরং নাগরিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনগত সচেতনতা ও সামাজিক মর্যাদাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। Intersectionality-এর আলোচনায় যে বহুমাত্রিক বৈষম্যের চিত্র উঠে আসে, তা দূর করতে হলে রাষ্ট্র, সমাজ এবং নারীকেন্দ্রিক

আন্দোলনকে একত্রে কাজ করতে হবে। ক্ষমতায়নকে তাই একটি সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে, যেখানে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙার পাশাপাশি নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

এই পরিস্থিতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নারীর ক্ষমতায়ন কেবল অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা এবং লিঙ্গ -সমতার অনুকূল সামাজিক পরিবেশ। সমন্বিত নীতিগত উদ্যোগ ও সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই নারী বিড়ি শ্রমিকদের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Bibliography

- আলম, হাসানুজ্জামান. বাংলাদেশে নারী ও অনানুষ্ঠানিক খাত। ঢাকা: প্রগতি প্রকাশনী, ২০১৬।
- Beauvoir, Simone de. দ্বিতীয় লিঙ্গ। কলকাতা: নারীবাদী সাহিত্য পরিষদ, ১৯৪৯।
- Bhasin, Kamla. পিতৃতন্ত্র কী? ঢাকা: উদার প্রকাশনী, ১৯৯৩।
- বসু, রত্না. অর্থনীতি ও নারীশ্রম: প্রান্তিকতার চিত্র। কলকাতা: ভবিষ্যৎ প্রকাশ, ২০১৯।
- বোর্দিয়ু, পিয়ের. "The Forms of Capital." Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, সম্পাদনা: J. G. Richardson, নিউ ইয়র্ক: গ্রিনউড প্রেস, ১৯৮৬, পৃ. ২৪১–২৫৮।
- বোর্দিয়ু, পিয়ের. The Logic of Practice. স্ট্যানফোর্ড: স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০।
- ভট্টাচার্য, অরুণ কুমার. লিঙ্গ ও সমাজ: ভারতীয় প্রেক্ষাপট। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৮।
- ভাদুড়ী, দেবাশিস. অদৃশ্য শ্রম: নারী ও অনানুষ্ঠানিক খাত। কলকাতা: দে'জ, ২০১৮।
- চক্রবর্তী, আশিস. শ্রমবাজার ও প্রান্তিক সমাজ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।
- Choudhury, Sukanta, সম্পাদক. নারীবাদ, শ্রম ও সমাজ: প্রবন্ধ সংকলন। কলকাতা: দে'জ, ২০১৯।
- দত্ত, প্রতাপ কুমার. ভারতীয় সমাজতত্ত্ব: তত্ত্ব ও প্রয়োগ। কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশনী, ২০১৫।
- দাসগুপ্ত, মাধবী. নারী শ্রম, ক্ষমতায়ন ও সমাজ। ঢাকা: সমকালীন প্রকাশনী, ২০১৫।
- Engels, Friedrich. পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৮৮৪।
- ফুকো, মিশেল. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. নিউ ইয়র্ক: প্যানথিয়ন বুকস, ১৯৮০।
- ফুকো, মিশেল. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. নিউ ইয়র্ক: ভিনটেজ বুকস, ১৯৯৫।
- Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy. কলকাতা: নারী অধ্যয়ন কেন্দ্র, ১৯৮৬।
- Kandiyoti, Deniz. Bargaining with Patriarchy. কলকাতা: নারীবাদী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৮/২০১৫।
- কুমার, নরেন্দ্র. Indian Women and Work Participation. নয়াদিল্লি: রাও বুকস, ২০১০।১৯. ক্রেনশ, কিম্বার্লে. Intersectionality: লিঙ্গ, জাতি ও শ্রেণির আন্তঃসম্পর্ক. নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ, ২০১৭।
- Marx, Karl. পুঁজি: রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৮৬৭।
- মার্শাল, T. H. Citizenship and Social Class. লন্ডন: প্লুটো, ১৯৯২।

- মুখোপাধ্যায়, মল্লিকা. ভারতীয় গ্রামীণ নারীর সমাজতাত্ত্বিক অবস্থান। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।
- মিত্র, সুভাষ. সামাজিক বৈষম্য ও প্রান্তিক শ্রেণি। কলকাতা: সমন্বয় প্রকাশনী, ২০১৭।
- Pandey, S. Psycho-social Aspects of Domestic Violence. Delhi: Concept Publishing Company, ২০০৮, পৃ. ১–৪০।
- সেন, অমর্ত্য. নারী: স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০০।
- Sen, Amartya, এবং Martha Nussbaum. The Quality of Life. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৩/২০০৫।
- সেনগুপ্ত, দেবাশিস. নারীর অধিকার ও সমাজ পরিবর্তন। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০।
- Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. ঢাকা: সমাজতত্ত্ব গবেষণা সংস্থা, ১৯৮৫/২০০৮।
- Standing, Guy. Global Labour Flexibility. নয়াদিল্লি: সমাজতত্ত্ব প্রকাশনী, ১৯৯৯/২০১২।

——